উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২২ কার্তিক ১৪২৫ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 9 November 2018 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in COB

২৩ ডিসেম্বর ভোট বাংলাদেশে। ▸▸ পাঁচের পাতায়

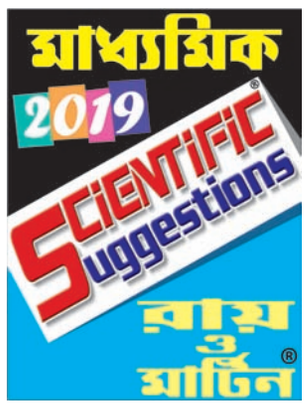

অরিজিৎ সিংকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি

বালুরঘাট আসনের জন্য মুম্বইয়ের তারকার নাম বিবেচনা

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের ছেলে অরিজিৎ সিং বেশ কয়েকবছর ধরেই বলিউডের সংগীত জগৎ শাসন করছেন। প্রথমে যখন তিনি মুম্বইয়ে যান তখন অবশ্য কিছুটা আড়ালেই ছিলেন। দীর্ঘদিন নীরবে কাজ করে গিয়েছেন আর এক বাঙালি ও সুরকার প্রীতমের সঙ্গে। কিন্তু আশিকি-২ তাঁকে বলিউডে লাইমলাইটে এনে দেয়। তারপর থেকে অরিজিৎকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অরিজিৎ যে শুধু বলিউড শাসন করছেন, এমন নয়। টলিউডেও তিনি যখন বাঙালি সুরকারের সঙ্গে কাজ করেন তখনও তিনি শীর্ষেই থাকেন। অরিজিৎ সিংয়ের সেই জনপ্রিয়তাকেই এবার কাজে লাগাতে চায় বিজেপি। ইতিমধ্যে লোকসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এক প্রথমসারির বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে যেসব নাম বিবেচনা করা হচ্ছে তার মধ্যে অরিজিতের নাম রয়েছে সবথেকে আগে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অরিজিতের দেখা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে তালিকা চূড়ান্ত

হওয়ার আগে প্রার্থীদের নাম নিয়ে বিজেপির কোনো নেতাই মুখ খুলতে রাজি নন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা ভোটের কৌশল নিয়ে এবার বিজেপি সভাপতি অমিত শার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সেই কারণে দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে। ফলে প্রার্থী তালিকা নিয়ে রাজ্য বিজেপির নেতারা মুখ বন্ধ রাখাই পছন্দ করছেন।

অরিজিতের পাশাপাশি বালুরঘাট আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে দলের বর্তমান রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরি ও রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দেবশ্রী চৌধুরির নামও রয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এই আসনে দিলীপবাবুকে প্রার্থী করতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব জমা পড়েছে। প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নামের তালিকা সরাসরি দিল্লিতে পাঠানো হচ্ছে। তবে প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আরএসএস—এর মতামত প্রাধান্য পাবে। মালদা জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি খুব সতর্কভাবে পা ফেলছে। এই জেলার বর্তমান দুই সাংসদের রাজনৈতিক অবস্থানের উপর বিজেপি নেতৃত্ব নজর রেখেছে। হালেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবু জলপাইগুড়ি জেলায় রাজনৈতিক সফরে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়ে অনেকেই বায়োডেটা জমা দিয়েছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না।' রায়গঞ্জ আসনে তাঁর দাঁড়ানোর বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপবাবু হাসতে হাসতে বলেন, 'জেলার নেতারা এই আসনে হেভিওয়েট কাউকে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন।'

এরপর নয়ের পাতায়

পাহাড়ের মন বুঝতে সমীক্ষা

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের মন বুঝতে চাইছে বিজেপি। সেইসঙ্গে দার্জিলিং আসনটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর খোঁজও শুরু হয়েছে দলের মধ্যে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং পাহাড়ের বর্তমান শাসক বিনয় তামাং-অনীত থাপারা এখনও পাহাড়ের মানুষের ভরসা হয়ে উঠতে পারেননি, এমন রিপোর্ট পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ওই রিপোর্ট পেয়েই দার্জিলিং কেন্দ্র নিয়ে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে কেন্দ্রের শাসকদলের মধ্যে। রিপোর্টটি যাচাই করে নিতে স্থানীয় নেতৃত্বকে বিশেষ সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রথযাত্রায় পাহাড়কে শামিল করার উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এনিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরির বক্তব্য, 'লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয়। রথযাত্রা সফল করার ক্ষেত্রে আমাদের কী কী পদক্ষেপ করতে হবে, তা নিয়েই এদিন আমাদের আলোচনা হয়েছে।' এদিন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে শিলিগুড়িতে বিজেপির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়িতে দলের জেলা সভাপতির বাড়িতে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সমস্ত জেলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিমল গুরুং পাহাড়ছাড়া হলেও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। পাহাড়ের রাশ বর্তমানে বিনয় তামাং-অনীত থাপাদের হাতে থাকলেও, তাঁদের প্রতি পাহাড়ের অধিকাংশ মানুষের আস্থা নেই বলে বিজেপি নেতৃত্ব রিপোর্ট পেয়েছে। এই রিপোর্টের পাশাপাশি দলের স্থানীয়স্তরেও একটি রিপোর্ট তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকদল। *এরপর নয়ের পাতায়*

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্তে যানজট

চ্যাংরাবান্ধা, ৮ নভেম্বর ঃ চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ভিআইপি মোড় থেকে জিরো পয়েন্ট এলাকা অবধি গুরুত্বপূর্ণ সার্ক রোড দখল করেও যত্রতত্র ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। যার কারণে মাঝেমধ্যেই আটকে পড়তে হচ্ছে দেশ-বিদেশের যাত্রীদেরও। কারণ এই রাস্তার ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মানুষকে নিয়মিত যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রায়ই এই রোডে যানজটের ফলে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে। স্থানীয় কিছু মানুষ রাস্তায় নেমে যানজট মোকাবিলার চেষ্টা করছেন। সকলেরই অবশ্য অভিযোগ, সীমান্তগামী পণ্য বোঝাই ট্রাকের পাশাপাশি খালি ট্রাকগুলিও রাস্তার উপর সারিবদ্ধভাবে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে যে একসঙ্গে দু-পাশ থেকে যানবাহন চলে এলে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে হচ্ছে। আর এতেই যানজট তৈরি হয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণির ট্রাককর্মী রাস্তার উপর ট্রাক রেখে 'উধাও' হয়ে যাচ্ছেন। যানজট শুরু হলে ট্রাক সরানোর জন্য তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে ব্যস্ততম এই রাস্তাটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে চলতে হচ্ছে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানদেরও।

ফোর লেনের এই রাস্তার দু-ধারে ট্রাক দাঁড় করানো নিয়ে সমস্যা তৈরি হলেও এ বিষয়ে কারও কোনো হেলদোল নেই। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে অনেকের মনে। তাঁদের অভিযোগ, বেআইনি ট্রাক পার্কিং, ওভারলোড প্রশাসনের নাকের ডগায় রমরমিয়ে চললেও সব জেনেশুনে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাই বাধ্য হয়ে সমস্যা মেটাতে প্রায়ই সাধারণ মানুষকে ময়দানে নামতে হচ্ছে। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ এই সীমান্ত বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল, তাই সমস্যা হলেও এ নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ মাথা ঘামাতে চান না। তবে এ বিষয়ে তাঁরা সর্বদা সক্রিয় বলে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে। তবে পুলিশের যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয়রা। তাঁদের কথায়, পুলিশ প্রশাসন একটু কড়া পদক্ষেপ নিলেই এসব সমস্যার অনেকটাই সমাধান হত। অনেকে আরও অভিযোগ করেন, প্রশাসনের তরফেও বিভিন্ন সময়ে রাস্তার উপর বেআইনিভাবে ট্রাক দাঁড় না করিয়ে রাখার কথা ঘোষণা করা হলেও কেন পরিস্থিতি বদলায় না। কোন সাহসে প্রশাসনের নিয়মের তোয়াক্কা না করে রাস্তার উপর ট্রাকের লাইন থাকে, সে বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার অবশ্য জানিয়েছেন, কোনোভাবেই যাতে যানজট সমস্যা তৈরি না হয় সেই বিষয়টি সর্বদা তাঁরাও খেয়াল রাখেন। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ জানিয়েছেন, বাণিজ্য করতে গিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় সেটা তাঁরা সবসময় চান।

সীমান্তের এই সার্ক রোডের উপর দিয়েই চলছে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন দুই দেশের প্রচুর ট্রাক বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে।

নোটবন্দির দু'বছর

জেটলির সাফাই উড়িয়ে মোদিকে তির মমতার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ কয়েকদিন আগেই অসমের তিনসুকিয়ায় পাঁচজন বাঙালিকে হত্যার ঘটনায় এনআরসি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়েছিল লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রচারে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পেতে পারে। বৃহস্পতিবার তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট করে তৃণমূল নেত্রী নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বস্তুত, এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে বেশিরভাগ বিরোধী নেতা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হলেও মমতার সুর ছিল সবথেকে চড়া। ৮ নভেম্বর তারিখটিকে 'অন্ধকার দিন' বলে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আজ বিমুদ্রাকরণ বিপর্যয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করে একটি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিরোধীদের এহেন সম্মিলিত আক্রমণ সত্ত্বেও নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা বোঝাতে বৃহস্পতিবার কার্যত একা কুম্ভের মতো মোদি সরকারের মুখরক্ষায় ব্যস্ত থাকলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তাঁর সাফাই, নোট বাজেয়াপ্ত করাটা বিমুদ্রাকরণের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাকে মূল অর্থনীতিতে নিয়ে আসতে এবং যাঁদের হাতে টাকা রয়েছে তাঁদের কর দিতে বাধ্য করাই ছিল এই সিদ্ধান্তের বৃহৎ লক্ষ্য। বিরোধীদের সমালোচনাকে উড়িয়ে জেটলির কটাক্ষ, 'বাতিল নোটের সবটাই ব্যাংকের হাতে ফিরে এসেছে বলে যে সমালোচনা হচ্ছে তা না জেনেবুঝে করা হচ্ছে।' জেটলির সাফাই, 'ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতের কর ব্যবস্থা।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, 'নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। এই পদক্ষেপের কারণে গরিবদের জন্য সম্পদ, রাজস্ব ও পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।' দেশের অর্থনীতিকে ডিজিট্যাল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝাঁকুনি দেওয়া জরুরি ছিল বলেও ফেসবুকে দাবি করেন জেটলি। আয়কর রিটার্ন ও আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকে নোট বাতিলের সাফল্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টাতেও এদিন কার্পণ্য করেননি অর্থমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল বিমুদ্রাকরণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।

ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতের কর ব্যবস্থা। নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে।

প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আজ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ এবং সব বিশেষজ্ঞ আমার সঙ্গে একমত।' মমতা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।'

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মতে, অর্থনৈতিক হঠকারী পদক্ষেপ দীর্ঘ সময় ধরে কীভাবে দেশের ক্ষতি করে তা মনে করার ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটা চিন্তাভাবনা করা দরকার, তা বোঝার দিন আজ। রাহুল গান্ধির অভিযোগ, নোটবন্দি ভাবনাচিন্তা কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে লাইন দিতে হয়েছিল ব্যাংক ও ডাকঘরগুলির বাইরে। নোট বাতিলের লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো সত্ত্বেও খালি হাতে ব্যাংক, ডাকঘর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল বহু মানুষকে। হাত উলটে দিয়েছিল এটিএম-ও। কালো টাকা ও জাল নোটের সমান্তরাল কারবার রুখতে ও জঙ্গিদের আর্থিক মদতের ঘাড় ভাঙতে মোদি সরকারের ওই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছিল তা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে মহাত্মা গান্ধি সিরিজের জাল নোট বাজেয়াপ্ত করছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। *এরপর নয়ের পাতায়*

মিহিরের তোপে রবি-ঘনিষ্ঠ নেতা

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে অঞ্চল কমিটির নেতৃত্ব পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিধায়ক মিহির গোস্বামীর কড়া তোপের মুখে পড়লেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা দলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ঘনিষ্ঠ খোকন মিয়াঁ। অঞ্চল নেতৃত্ব দলকে পরিচালনা করতে পারছে না- এই অজুহাতে দুদিন আগেই সমস্ত অঞ্চল কমিটি ভেঙে দিয়ে খোকন মিয়াঁ অঞ্চলের নতুন কনভেনার করেছিলেন স্থানীয় তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা মণীন্দ্রনারায়ণ ঈশোরকে। বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরে তৃণমূলের একটি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এহেন ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেন মিহিরবাবু।

মিহিরবাবু বলেন, যাঁরা যে দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা সেই দায়িত্বেই থাকবেন। সেইভাবেই কাজ চলবে। এমনকি দলীয় স্তরেও নির্দেশ রয়েছে এখন কোনো পরিবর্তন চলবে না। অথচ সংবাদমাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, তাঁরই বিধানসভা কেন্দ্রের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অঞ্চল সভাপতিকে পরিবর্তন করে একজন কনভেনার করা হয়েছে। সামনেই লোকসভা ভোট রয়েছে। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এখন কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন না। যদি পরিবর্তন করতেই হয় তাহলে জেলা নেতৃত্ব আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। একইসঙ্গে মিহিরবাবু আরও বলেন, তিনি এলাকার বিধায়ক। তাঁর এলাকার সাংগঠনিক চেয়ারম্যানও। অথচ ব্লক সভাপতি এই পরিবর্তন করলেও তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। মণীন্দ্রনারায়ণ ঈশোর নামে যাঁকে অঞ্চলের নতুন কনভেনার করা হয়েছে তাঁর সম্মতিও নেওয়া হয়নি। ফলিমারি অঞ্চলে তৃণমূলের সভাপতি শিশির ঈশোরকে সরানো প্রসঙ্গে মিহিরবাবু বলেন, তাঁর মতো যোগ্য নেতাকে সরানো এই মুহূর্তে ঠিক নয়। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছি। *এরপর নয়ের পাতায়*

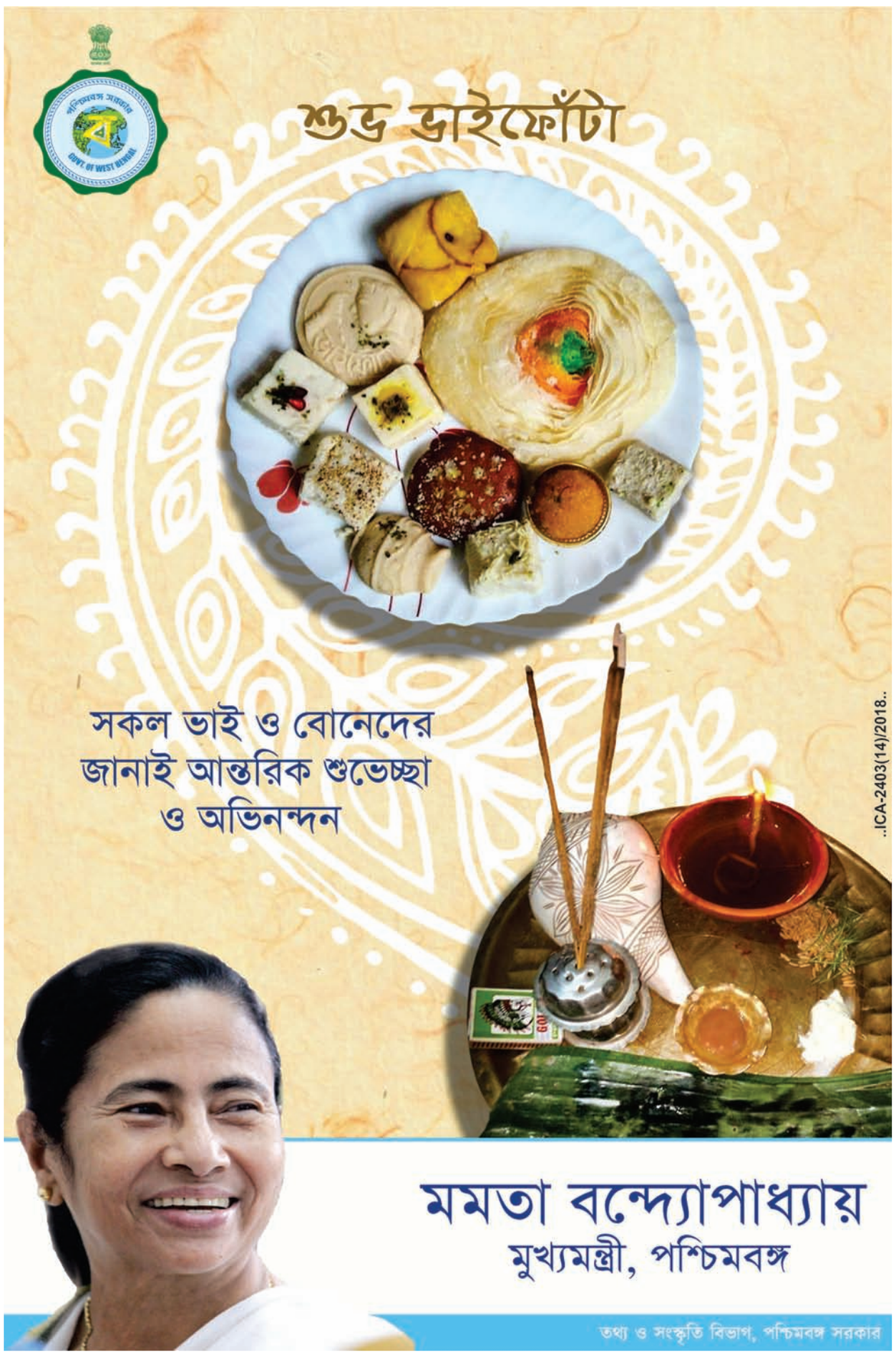

বেহাল পরিকাঠামোয় রোগীদের ভোগান্তি

তুষার দেব ● দেওয়ানহাট

৮ নভেম্বর ঃ স্বাস্থ্য পরিসেবার মানোন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঝাঁ চকচকে হয়েছে। কিন্তু দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত কোচবিহার-১ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল পরিকাঠামো রোগী সহ রোগীর আত্মীয়পরিজনদের চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের আউটডোর, পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড, চিকিৎসক ও কর্মী আবাসন এবং রান্নাঘরের অবস্থা একেবারেই বেহাল। বহু বছর যাবৎ সংস্কারের অভাবে প্রতিটি বিল্ডিংয়ের ছাদ ও দেয়াল জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরেই কোনো কোনো বিল্ডিং আবার পোড়োবাড়ির চেহারা নিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে সীমানাপ্রাচীর। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ভেতরের রাস্তাগুলি। স্থায়ী সংস্কারের অভাবে পানীয় জল সরবরাহ নিয়েও সমস্যা রয়েছে। পরিকাঠামোর পাশাপাশি চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান, অফিস কর্মী, সাফাইকর্মীর অপ্রতুলতা সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানে সমস্যা তৈরি করেছে। তবে সমস্যার মধ্যেও চিকিৎসক সহ কর্মীরা নিয়মিতভাবে আউটডোর ও ইনডোরের দায়িত্ব সামাল দিচ্ছেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল পরিকাঠামো প্রসঙ্গে

চিকিৎসকদের আবাসন পরিণত হয়েছে পোড়োবাড়িতে। -সংবাদচিত্র

বিএমওএইচ ডাঃ পরাশর পোদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, 'কিছু সমস্যার বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তবে সমস্যা থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র জেলাস্তরে প্রথম সারিতে রয়েছে। আমরা সর্বতোভাবে পরিসেবা প্রদানের চেষ্টা করি।' কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিকাঠামোর বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। সেগুলি রূপায়ণের প্রক্রিয়াও চলছে।'

অবস্থানগত কারণে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোচবিহার-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমার একাংশের মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। ৩০ শয্যাবিশিষ্ট এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আউটডোরে প্রতিদিনে গড়ে ৫০০ মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১টি দাতব্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৪৬টি সাবসেন্টার রয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৭ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন থাকলেও বর্তমানে আছেন ৪ জন। নার্স আছেন ১৪ জন। আপার ডিভিশন ক্লার্ক নেই। গ্রুপ ডি কর্মচারী, টেকনিশিয়ান ও সাফাইকর্মীর সংখ্যা কম রয়েছে। চিকিৎসক সহ কর্মচারীরা বাড়তি দায়িত্ব পালন করলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো রীতিমতো উদ্‌বেগজনক।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো সংস্কারের কাজ হয়নি। ফলে খসে পড়া পলেস্তারা, *এরপর নয়ের পাতায়*